৭২১২৭

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/ময়মনসিংহ -১২৭/ ৮২৯৩/৭ / তারিখঃ ৮১.০৭.২০১৯খ্রি:

বিষয়ঃ মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী রিট পিটিশন নং-৫৬৪২/২০১৯ এ প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক জনাব মো: তাজুল ইসলাম এর ১৫/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখের দরখাস্ত নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

সূত্র: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের স্মারক নং-বামাশিবো/প্রশাসন/৩২৮০/৩/ময়মনসিংহ -১২৭; তারিখঃ .০৭.২০১৯খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলাধীন ধূরুয়া ডি.এস দাখিল মাদ্রাসার সুপারকে বিধিবহির্ভূত ভাবে সাময়িক বরখাস্ত ও বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত চূড়ান্ত বরখাস্তের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনাব মো: তাজুল ইসলাম (বরখাস্তকৃত) অত্র বোর্ডে একটি অভিযোগ/দরখাস্ত দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত ১১/১২/২০০৫ সাল থেকে অদ্যাবধি সুনামের সহিত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বিগত কমিটির সভাপতি তাকে অবৈধ কর্মকান্ড সম্পাদন করার জন্য (যেমন মাদ্রাসার এফডিআরের টাকা লোন হিসেবে চান) চাপ প্রয়োগ করেন। সভাপতির এহেন অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না করায় কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং সভাপতির যোগসাজসে তাকে সুপার পদ থেকে ভিত্তিহীন অভিযোগে বিধিবহির্ভূত ভাবে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেন।

সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে সকল পক্ষের মুখোমুখি শুনানী গ্রহণ করার জন্য গত ০৮/০৭/২০১৯ ইং রোজ সোমবার সকাল: ১০:০০ ঘটিকায় অত্র বোর্ডে উপস্থিত হয়ে স্ব-স্ব দাবির পক্ষে লিখিত বক্তব্য ও সমর্থনীয় কাগজপত্র দাখিল করার জন্য সূত্রোক্ত স্মারকে পত্র দেয়া হয়। পত্রের প্রেক্ষিতে উভয়পক্ষ বোর্ডে উপস্থিত হয়ে স্ব-স্ব দাবীর পক্ষে বক্তব্য এবং কাগজপত্র দাখিল করেন।

জনাব মো: তাজুল ইসলাম (অভিযোগকারী) তার বক্তব্য বলেন যে, গত ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি: তারিখে মাদ্রাসার সংরক্ষিত তহবিলের টাকা ভাঙ্গিয়ে মাদ্রাসার নামে এ্যাকাউন্টে বিগত ০২/০৫/২০১৭ খ্রি: তারিখে জমা রাখা হয়। অনুকূলে তিনি ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার রশিদ দাখিল করেন। মাদ্রাসার বিগত কমিটির সভাপতি কর্তৃক গোপনে মিটিং করে গত ০২/০৫/২০১৭ খ্রি: তারিখে তাকে শোকজ করে পরে সাময়িক বরখাস্ত করেন। উক্ত বিষয়ের ওপর অভিযোগকারী কর্তৃক ০৬/০৮/২০১৭ খ্রি: তারিখে মামলা করেন পরবর্তীতে উক্ত মামলাটি তুলে নেন। সাময়িক বরখাস্তের ০২ মাস পরে অভিযোগকারী বেতন-ভাতা না পেলে তিনি বিধি অনুযায়ী ডিজি মহোদয়সহ স্থানীয় এমপির শরনাপন্ন হয় এবং গত ২৭/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখে বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য নির্দেশনা থাকলেও তৎকালীন সভাপতি ডিজি মহোদয়ের আদেশ বাস্তবায়ন করেননি। ইতোমধ্যে সভাপতি কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তের বিষয়ে দু'বার শোকজ করলে অভিযোগকারী প্রথম শোকজের জবাব প্রদান করেন বিগত ৩০/০৫/২০১৭ খ্রি: তারিখে। অর্থ আত্নসাৎসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে ২য় শোকজে উল্লেখ করেন। অভিযোগকারী যার জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। সভাপতি কর্তৃক ০৭/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখে অভিযোগকারীকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করা হয়। চূড়ান্ত বরখাস্তের পূর্বে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার সমন্বয়ে তদন্ত ও বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই তাকে বিধিবহির্ভূতভাবে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেন।

প্রাক্তন সভাপতি জনাব মো: মকসুদুর রহমান নোমান তার মৌখিক ও লিখিত বক্তব্যে যা উল্লেখ করেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ-রেজুলেশনের মূল খাতা তার কাছে নেই। চূড়ান্ত বরখাস্তের সাথে সম্পর্কিত কোন কাগজপত্র তার নিকট নেই। বিগত ২৪/০৪/২০১৭ খ্রি: তারিখে রেজুলেশনে সভাপতি হিসেবে তার স্বাক্ষর রয়েছে। ২০১১ইং সালের প্রাক্তন কমিটি জনাব তাজুল ইসলামকে (সুপার) সাসপেন্ড করেন। এফডিআরের বিষয়টি তিনি জানেন না। প্রথম শোকজ এবং রেজুলেশনের এর বক্তব্য ভিন্ন। এফডিআরের বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা বেআইনী। এফডিআরের বিষয়ে যাবতীয় ঘটনার জন্য তিনি দায়ী নন। ২য় বার কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। বিগত ০২/০৫/২০১৭ খ্রি: তারিখে এফডিআরের টাকা সুপার তাজুল ইসলাম জমা দেয়নি।

ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব মো: শহিদুল্লাহ তার বক্তব্যে বলেন-এফডিআর ভাঙ্গানোর বিষয় তিনি জানেন না। পরবর্তীতে সমস্যা হলে সুপার তাকে জানিয়েছেন। ২য় বার শোকজের পর তাকে ভারপ্রাপ্ত সুপার পদে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ২য় বার শোকজের কাগজপত্র স্বাক্ষর করেনি। শিক্ষক/কর্মচারীর ঘুষ বা টাকা দেয়ার বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সুপারের নিকট লিখিত কোন অভিযোগ করেননি। রবখাস্তের জন্য কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। চূড়ান্ত বরখাস্তের আগে ম্যানেজিং কমিটির সভা হয়েছে কিন্তু তার স্ব-পক্ষে কোন কাগজপত্র তার নিকট নেই। রেজুলেশনের কোন লেখা তিনি লিখেননি। সুপারকে সাময়িক ও চূড়ান্ত বরখাস্ত করে ভারপ্রাপ্ত সুপার হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি জানতে পারেন। সুপারকে ২য় বার শোকজের সময় ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব পেয়েছেন। তবে শোকজের কোন কাগজপত্রে ভারপ্রাপ্ত সুপার হিসেবে তিনি স্বাক্ষর করেনি। এফডিআরের বিষয়ে সভাপতি যে অভিযোগ দিয়েছে সেটি সঠিক নয়। প্রতিষ্ঠানের ফান্ডে এফডিআরের টাকা জমা প্রদান সঠিক আছে।

বোর্ডে দাখিলকৃত কাগজপত্র ও শুনানীঅন্তে উভয় পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এফডিআর ভাঙ্গানোর বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটির বিগত ২৪/০৪/২০১৭ খ্রি: তারিখে সিদ্ধান্ত হয়েছে সে মোতাবেক বিগত ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি: তারিখে এফডিআর ভাঙ্গিয়ে মূল ও লভ্যাংশের টাকা গত ০২/০৫/২০১৭ খ্রি: তারিখে ব্যাংকে জমা দেয়ায় উক্ত উত্তোলনকৃত টাকা আত্নসাৎ এর অভিযাগ কোনভাবেই প্রমাণিত হয়নি। দাখিলকৃত কাগজপত্রের পর্যালোচনায় দ্বিতীয় বারের শোকজ নোটিশে বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে মাদ্রাসার সাবেক সভাপতি জনাব মো: মকুছুদর রহমান নোমান ও ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব মো: শহিদুল্লাহ কোন ধরণের সাক্ষ্য প্রমাণ দেখাতে পারেননি। ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক বিগত ০৭/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখে মাদ্রাসার সুপার জনাব মো: তাজুল ইসলামকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করা হলেও উক্তরুপ সিদ্ধান্তের পূর্বে বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (গভার্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০০৯ এর ৪১ (২)(ঘ)(২) অনুসৃত হয়নি। কোন শিক্ষককে চূড়ান্ত বরখাস্তের পূর্বে বোর্ডের পূর্বানুমোদন আবশ্যক কিন্তু বোর্ড থেকে পূর্বানুমোদন না নেয়ায় আইনের বিধান লংঘন হয়েছে মর্মে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় বিধায় উক্ত চূড়ান্ত বরখাস্তের আইনগত কোন ভিত্তি নেই।

বর্ণিত অবস্থায় মাদ্রাসার সুপার জনাব মো: তাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায়, বিধি মোতাবেক তদন্ত না হওয়ায় এবং চূড়ান্ত বরখাস্তের পূর্বে বোর্ডের অনুমোদন না নেয়ায় উক্ত বরখাস্তের আইনগত ভিত্তি না থাকায় মাদ্রাসার সুপার জনাব মো: তাজুল ইসলাম মাদ্রাসার সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হল। সহ-সুপার জনাব মো:শহিদুল্লাহকে তাঁর দায়িত্বকালীন সময়ের সকল কাগজপত্র পত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বলা হল।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

৩১.০৭.১৯

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ ১। জনাব মো: তাজুল ইসলাম,সুপার, ধূরুয়া ডি.এস দাখিল মাদ্রাসা।
ডাকঘরঃ খামারগাঁও, উপজেলাঃ নান্দাইল, জেলাঃ ময়মনসিংহ।

২। জনাব মো: শহিদুল্লাহ, (সহ-সুপার) ধূরুয়া ডি.এস দাখিল মাদ্রাসা।
ডাকঘরঃ খামারগাঁও, উপজেলাঃ নান্দাইল, জেলাঃ ময়মনসিংহ।

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/ময়মনসিংহ -১২৭/ / তারিখঃ .০৭.২০১৯খ্রি:

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:

১. জেলা শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ।
২. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
৩. জনাব মো: মকসুদুর রহমান নোমান, (সাবেক সভাপতি), ধূরুয়া ডি.এস দাখিল, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
৪. পি ও টু চেয়ারম্যান/পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫. অফিস কপি।

মোঃ ওমর ফারুক
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪